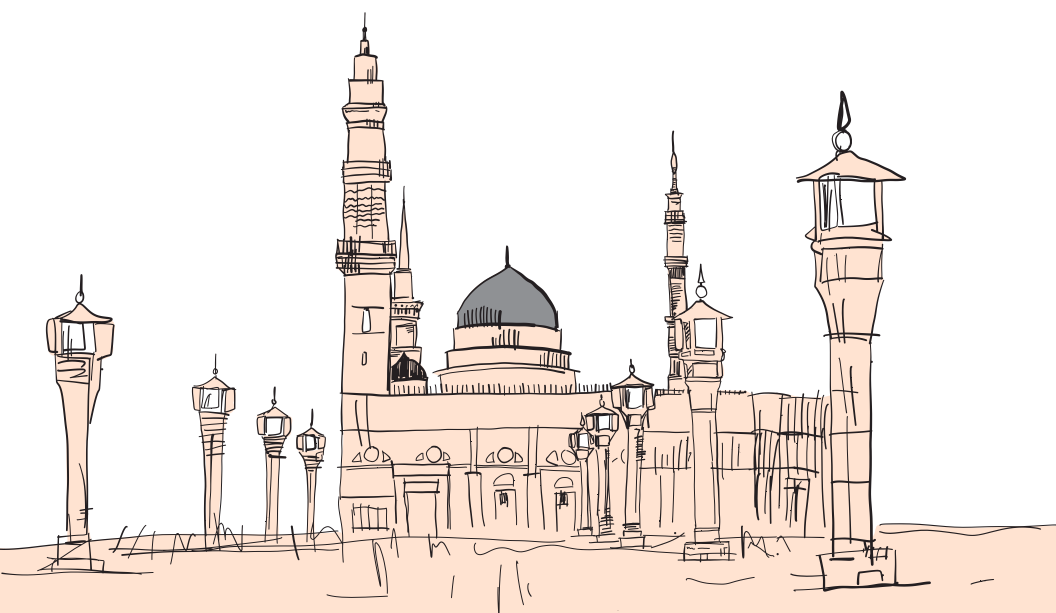


নবীর দেশে হাজীর বেশে

১

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী



কানন

গল্প ■ ইতিহাস ■ চেতনা

নবীর দেশে হাজীর বেশে

১

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

স্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ইসলামী বইমেলা, অক্টোবর ২০২৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মুহারেব

প্রকাশক : কানন, দোকান : ৫, তৃতীয় তলা, কওমী মার্কেট,
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.kanonnf.com

kanonprokashon@gmail.com

01308-549429, 01312-247674

[KANON/Facebook.com](https://www.facebook.com/KANON/)

www.rokomari.com, www.wafilife.com,

মূল্য : ৫৫০ (পাঁচশো পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

In the land of the Prophet as a pilgrim

By Yahya Yusuf Nadwi

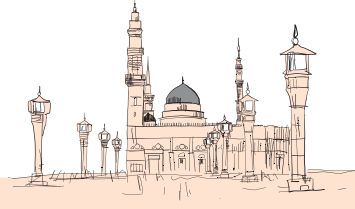
Published by Kanon.

BD 550 USD \$ 7

ISBN 978-984-94718-7-5

সূচিপত্র

বুকের ভেতর স্বপ্ন পোষা ।	১২
অনেক দিন আগের কথা ।	১৬
জীবনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠি	
আর ভাবি আর কষ্ট পাই আর আলোড়িত হই ।	২৪
মাদরাসায়ে নূরিয়া ও আমি ।	২৮
স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন পূরণ হয় ।	৩২
স্বপ্নের আচ্ছন্নময়তা ।	৩৬
আকাশের সবুজ খাম ।	৪২
আকাশের ডাক এমনই হয় ।	৪৪
উমরা: স্বপ্নের একটু ডানা মেলা ।	৪৬
২৫শে আগস্ট কখন আসবে ।	৫০
বাসা থেকে বিমানবন্দর ।	৫৬
বিমানে ।	৬০
জেদ্দায় ।	৬৮
এসো হে মক্কা ।	৭৪
সেই রংপোলি সন্ধ্যা ।	৭৮
চোখে আমার কাবা হাসে ।	৮২



ভূমিকা

এক.

হজ উমরা—নামাজ রোযা যাকাত-এর পাশাপাশি একটি অনন্য ইবাদত।

অনন্য কেনো?

কেননা, নামাজ পড়তে খুব দূরে যেতে হয় না। দূরের সফরে বের হতে হয় না। মসজিদে গেলেই হয়।

রোযা রাখতেও লম্বা সফর করতে হয় না।

যাকাতও ঘরে বসেই আদায় করা যায়।

কিন্তু এই হজ উমরার জন্যে ছুটতে হয়—

বিশেষ সময়ে বিশেষ পোশাকে ইবরাহিম ইসমাইলের শহর—
মক্কায়।

তাদের বানানো কাবায়।

মা হাজার-এর স্মৃতিধন্য সাফা মারওয়ায়।

মিনা মুযদালিফায়।

দুই.

শতো আবেগে উদ্বেলিত হয়ে করতে হয়—তাওয়াফ—সাত চক্কর। তখন হাজরে আসওয়াদ বামে আর ওই সবুজ বাতি ডানে।

এখান থেকেই শুরু।

এই সাত চক্করের সময় হৃদয় মনে—

যে অনুভূতি জাগ্রত হয়,

যে ভাবাবেগ হৃদয়াকাশে ছেয়ে যায়,

দুই.
অনেক দিন আগের কথা





আমি তখন বেশ ছোটো। স্কুলে পড়ি। হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যাই। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। মনের ‘স্বাধীন ইচ্ছে’র সাথে আমার বন্ধুত্ব। ইচ্ছে হলে স্কুলে গেলাম, না-হলে গেলাম না। নদীর পাড়ে ওই বটগাছটার নিচে বসে থাকতাম। ফেরার সময় ঠিক ফিরে আসতাম। গ্রামের শিশু। প্রকৃতির ছায়া ও মায়ায় ভাবুক শিশু। স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে যে শিশু। সরবতা যার কাছে অপ্রিয়। নীরবতা যার বড্ড পছন্দ।

সে আরেক লম্বা কাহিনি। সে দিকে আর না যাই। এখানে বলবো শুধু—কীভাবে আমি হাঁটি হাঁটি পা-পা করে আমার স্বপ্নের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ করে ছুঁয়েই ফেলেছিলাম সে-স্বপ্নের আঁচলটা।

স্কুলে ভালো লাগতো বাংলা। অংকে ছিলাম কাঁচা। তখন আমাদের সিলেবাসে বাংলায় সুন্দর সুন্দর কবিতা ছিলো। মজার মজার অনেক গল্প ছিলো। মনকাড়া সব গদ্য ছিলো। মক্কা, মদীনা এবং প্রিয়নবীর প্রসঙ্গও অনেক থাকতো। এইসব পড়েই আমি জেনেছিলাম—মক্কা-মদীনা আর প্রিয়নবীর জীবনের টুকরো টুকরো কথা।

পাখ-পাখালির প্রতি তাঁর দয়ার কথা।

গাছ-গাছালির প্রতি তাঁর উদারতার কথা।

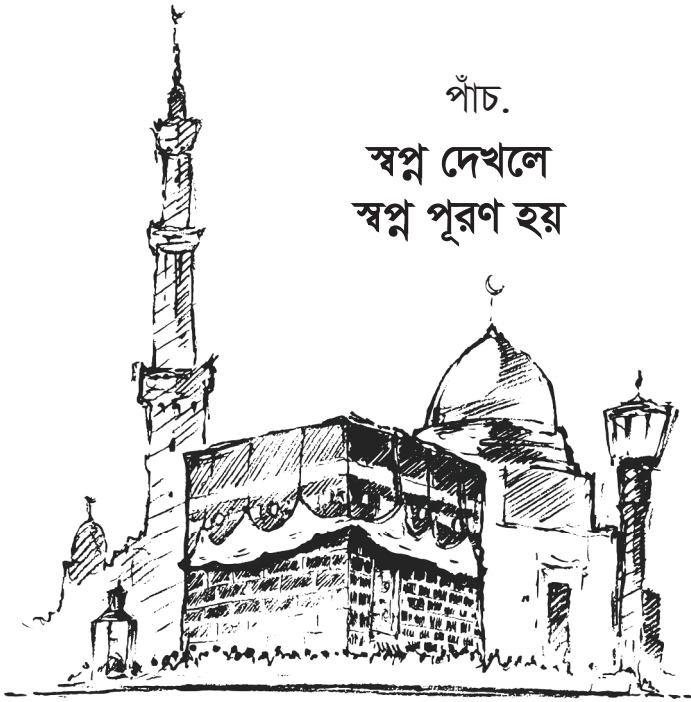
শিশু কিশোরদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কথা।

আরও অনেক কিছু।

হ্যাঁ, তখন থেকেই মক্কা-মদীনা আর সীরাত আমার কাছে

পাঁচ.

স্বপ্ন দেখলে
স্বপ্ন পূরণ হয়





কিছু কিছুদিন পর এই নূরিয়ায় আমি সব পেয়েছিলাম। আস্তে আস্তে ওপরের জামাতে উঠেছি আর এইসব পেয়েছি। সুন্দর সুন্দর কিতাব পেয়েছি। প্রিয় শিক্ষকদের মুখে মুখে কতো কথা .. কতো বয়ান .. কতো উপদেশ শুনেছি। ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছি।

নাহ! সমৃদ্ধ বলাটা ঠিক হয় নি, বরং তৃপ্ত হয়েছি।

একটু ওপরে গিয়ে যখন হাতে পেয়েছি ‘আরকানে আরবাবা’, তখন ডুবে গিয়েছি এক মধুর পাঠ-নিমগ্নতায়।

কী সুন্দর হজ অংশটি!

তা আমার হৃদয়ের গভীরে ঝড় তুলছিলো! বাইতুল্লাহ আর বাইতুর রাসূল যিয়ারতের মিষ্টি ঝড়!

হ্যাঁ বন্ধু,

আমি এখানে .. এই কামরাঙ্গীরচরে বড়ো হয়েছি।

তারপর ওখানে .. ওই নদওয়াতুল উলামায় বড়ো হয়েছি। সাথে বড়ো হয়েছে আমার স্বপ্ন। আমার সেই স্বপ্ন, যা তোমাকে বলতে কলম খুলে বসেছি।

কিন্তু কী আমার এই স্বপ্নের শিরোনাম?

এই শিরোনাম এতোক্ষণের কথায় অস্পষ্টভাবে তো ফুটেই উঠেছে! অন্তত মূল শিরোনাম থেকে তো তুমি ধরেই ফেলেছো! তবুও এখন আরেকটু স্পষ্ট করে বলি। এই স্বপ্নের শিরোনাম হলো—

উমরা!

হজ!

পেছনে ফিরে তাকালাম। আমার ভেজা মন ভিজতেই থাকে।
আমার নীরব দৃষ্টি ছলছল করে ওঠে। এখনও দেখা যাচ্ছে হারামের
মিনারচূড়া।

দূরে যেতে যেতে আবার তাকাই!

আবার তাকাই!

ছোটো ছোটো হয়ে আসে!

এক সময় দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়।

ভাসে শুধু জমজম টাওয়ার।

অনেকক্ষণ ধরে!

এক সময় তা-ও চলে যায় চোখের আড়ালে!

মনটা বিরহ-টানে কেমন হাহাকার করতে থাকে।

এখন চোখের সামনে কাবা নেই!

হারামের সুদৃশ্য মিনারচূড়া নেই!

জমজম টাওয়ারের ঘড়িও নেই!

কিছুই নেই!

এখন আছে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির পেলব জমিনে স্তূপ স্তূপ বিরহ-
কষ্ট! আবার কি আসা হবে?

পারবো কি আসতে?

আকাশ কি বলবে—

‘হ্যাঁ’! ...

মক্কায় থাকতে একটু কষ্ট হলেও এই বিদায়বেলায় মক্কা-প্রেমে
মন শুধু পুড়ছে! প্রিয়নবীর ভাষায় আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—

مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ! وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ؛
مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ.

‘মক্কা,

তুমি কতো উত্তম! আমি তোমায় ভালোবাসি! তোমার
সম্প্রদায় আমাকে বের না-করলে, আর কোথাও যেতাম না
আমি!’ [সহীহ ইবনে হিব্বান]

দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ।
 পারি না ।
 একটু পেছনে সরে এসেও বেশিক্ষণ পারি না ।
 বাইরে এসেই তখন বিরহকাতর চোখে তাকিয়ে থাকি । সবুজ
 গম্বুজের দিকে । দৃষ্টিনন্দন সবুজের স্নিগ্ধতার দিকে । তাকিয়েই থাকি ।
 মনের আবিলতা দূর করার চেষ্টা করি ।
 নবী-প্রেমের ‘চার্জ’ গ্রহণের চেষ্টা করি ।
 সুনত-প্রেমের সবক নেয়ার চিন্তা করি ।
 দীর্ঘক্ষণ বসে ফিরে আসতে আসতে মসজিদে নববীর চারপাশ
 দেখি ।
 বৈদ্যুতিক ছাতার কারুকার্য দেখি ।
 হঠাৎ পেখম মেলা দেখি ।
 ঈদের দিনের ছাদের উপরের স্মৃতিচারণ করি ।
 জমজম দিয়ে অজু করার মিষ্টি স্মৃতিও মনকে ঝাপটা দিয়ে যায় ।
 মেহমানখানায় ফিরে আসতে আসতে মদীনা দেখি ।
 মদীনার রাস্তা দেখি ।
 কল্পনায় উম্মাহাতুল মুমিনীদের হুজরা দেখি ।
 দেখি প্রিয় আবু বকরের বাড়ি ।
 মহান উমরের বাড়ি ।
 দক্ষিণ দিকে রাসূলের মুয়াজ্জিনের বাড়ি ।
 ভাবি—
 এই মসজিদে নববীর চারপাশেই তো প্রিয় সাহাবীদের ঘরবাড়ি
 ছড়িয়ে ছিলো ।
 তাদের পদচারণায় মুখর ছিলো ।
 তাদের আনাগোনায় সজীব ছিলো ।
 আচার-আচরণে সপ্রাণ ছিলো ।
 পারস্পরিক কল্যাণকামিতায় প্রদীপ্ত ছিলো ।
 তাদের নবী-প্রেমে ধন্য ছিলো ।
 কোন্ পথে যাতায়াত করতেন—

প্রিয় আবু বকর?

মহান উমর?

আশারায় মুবাশশারার মহান সদস্যেরা?

মসজিদে নববীর কোন্ জায়গাটা তাদের প্রিয় ছিলো?

যেখানে বসতে চলতো—নীরব প্রতিযোগিতা?

মদীনার হাতে-গোনা ঘণ্টাগুলো হয়ে উঠলো এমনই ঘোরাচ্ছন্নময়তায় সমুজ্জ্বল। মেহমানখানায় মন টিকতোই না। একটু আরাম বিশ্রাম আর ঘুম শেষে মনটা অবুঝ হয়ে উঠতো—হারামের আঙিনায় ছুটে যেতে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই পরের দিনের—শেষ দিনের দৃশ্যপট ছিলো গভীর বিরহঘেরা।

না, রাতে ভালো ঘুম হয় নি। এই জাগা এই ঘুমে পার করেছে রাতের নীরব প্রহরগুলো। কালই দুপুরের পর মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুপুর দুইটায় রফিক ভাই আসবেন বাসা থেকে গাড়ি নিয়ে। বাস স্টেশন থেকে আমি উঠবো জেদ্দাগামী বাসে আর তিনি উঠবেন মক্কাগামী বাসে।

ফজর পড়ে ফিরে এলাম মেহমানখানায়। একটু ঘুমিয়ে দশটা এগারোটার দিকে যাবো বিদায়ী যিয়ারতে।

ধীরে ধীরে পথ ধরি মসজিদে নববীর। গভীর আচ্ছন্নময়তায় ভেতরে ঢুকি। বেলা তখন দশটা কি এগারোটা।

মাথায় তখন আমার দুটি চিন্তা—

বিদায়ী যিয়ারত।

জমজম সংগ্রহ।

প্রথমই বাবুস সালামের দিকে রওনা হলাম। তেমন ভিড় ছিলো না। নামাজের আগে পরেই সাধারণত ভিড়টা বেশি হয়। তবুও ছোট্টো লাইনে আবদ্ধ হতে হলো।

পা পা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি।